"মৃত্যু অন্তরাল ভেদি দাও তব অন্তহীন দান,
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নবপ্রাণ।"

* চরিত্র-চিত্রণে *

॥ নাম ভূমিকায় : **বসন্ত চৌধুরী** ॥

অন্যান্য ভূমিকায় : ছায়া দেবী, বাসবী নন্দী, বনানী চৌধুরী, ছন্দা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, রমা দাস, উত্তরা দাস, বাণী চট্টোপাধ্যায়, রত্না ঘোষাল, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, অসিতবরণ, তরুণকুমার, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমান তিলক চক্রবর্তী, প্রেমাংশু বসু, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী সরকার, শ্যাম লাহা, বঙ্কিম ঘোষ, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দে, মনি শ্রীমানী, হরেন মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মিত্র, সৌরেন ঘোষ, নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবশঙ্কর চৌধুরী, শ্রীপতি চৌধুরী, শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক সরকার, জীবন ঘোষ, মুকুন্দ চট্টোপাধ্যায়, বলাই মুখোপাধ্যায়, নিমু ভৌমিক, নীলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ দত্ত, বিজয় সেন, গণেশ সরকার, বিশু চক্রবর্তী, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সুশীল বসু, শক্তিপদ দত্ত, মধু দত্ত। করুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর রায়, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, দেবনারায়ন শর্মা, সরোজ মিত্র, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, কান্তি দত্ত, নির্মল ঘোষ, তাপস চট্টোপাধ্যায়, রজত বসু, সুবোধ মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, সমরকুমার, মিন্টু চক্রবর্তী, সুনীতি দত্ত। এবং অনেকে

* **অতিথি শিল্পী** * ক্ষিতীশ ঘোষ, নবীন পাইন, অংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর মিত্র, অনিল ঘোষ, রঞ্জন সেন।

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে
সর্বপ্রথম
সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রমোদকর মুক্ত
বাংলা ছবি

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের
সশ্রদ্ধ নিবেদন

রাজা রামমোহন

চিত্রনাট্য-পরিচালনা • **বিজয় বসু** • সংগীত • **রবীন চ্যাটার্জী**

রাজা রামমোহন

[কাহিনী সারাংশ]

যুগপুরুষ রামমোহনের সমস্ত জীবন এবং সংগ্রাম এক বিপ্লবের কাহিনী—এক কাল ঝঞ্ঝার ইতিবৃত্ত।

লোকাচার নয়, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস নয়, সামাজিক অভ্যাসের দাসত্ব নয়— ধর্মের তাৎপর্য বুঝতে হবে যুক্তির মধ্য দিয়ে, সত্যকে দেখতে হবে জ্ঞানের আলোকে।

আর — ধর্মভেদ, সম্প্রদায়ভেদ, জাতিভেদে খণ্ড বিখণ্ড ভারতবর্ষকে দিতে হবে একটি মিলন মন্ত্র। 'সবার-পরশে-পবিত্র করা তীর্থনীরে' ভরতে হবে এক মহাজাতির মঙ্গলঘট। তবেই 'জগৎ সভায়' আবার শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারবে ভারতবর্ষ।

সেই মিলনমন্ত্র ধ্বনিত হ'ল তাঁর কণ্ঠে : 'একমেবাদ্বিতীয়ম্।' ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

এল বিরোধ।

রাম মোহনের পিতা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং ভক্ত বৈষ্ণব রায়রায়ান রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সহ্য করতে পারলেন না এই 'ম্লেচ্ছাচারী' সন্তানকে। বাড়ী থেকে বিতাড়িত হলেন রামমোহন।

শুরু হল সত্য সন্ধানী পথিকের পথ চলা। বেদনার্ত চোখে দেখলেন মানুষের দুর্গতি, দেখলেন ধর্মের বিকৃতি, দেখলেন ভ্রান্তি ও অন্ধতার পাপচক্রে অসহায় নরনারীর আত্মসমর্পণ। যে বিশ্বাস নিয়ে ঘর ছেড়েছিলেন, আরো দৃঢ় হল সেই বিশ্বাসের ভিত্তি।

পিতার মৃত্যুতে পূর্ণ হ'ল পারিবারিক বিচ্ছেদ। যে মা-র তিনি ছিলেন নয়ন-মণি, সেই মা-ই হলেন তাঁর সব চেয়ে প্রবল প্রতিপক্ষ। শুরু হল আদর্শের এক অভিনব দ্বন্দ্ব-সংঘাত।

অনন্যা মা আর অনন্যসাধারণ ছেলে।

রামমোহন এলেন কলকাতায়—নতুন কর্মভূমিতে, বৃহত্তর সংগ্রামের পটভূমিকায়।

শাস্ত্রের বিচার, ধর্মের ব্যাখ্যা, প্রকাশ্য বিচার-সভায় তর্কবিতর্ক। পণ্ডিতদের সঙ্গে, মিশনারীদের সঙ্গে বিরোধের পর বিরোধ।

দেশের মানুষ দু দলে ভাগ হয়ে গেল।

একদল ধর্মবিরোধী, সমাজবিরোধী রামমোহনকে প্রতি মুহূর্তে অভিসম্পাত দিতে লাগলেন—আর একদল তরুণ এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন, যাঁরা সত্যকে চান, জাতির কল্যাণ কামনা করেন।

সংঘর্ষ চরমে উঠল 'সতীদাহ নিরোধ বিল'কে উপলক্ষ করে। এই হিংস্র নারীমেধের পাপ দেশ থেকে চিরকালের মত দূর করে দেবার বজ্রকঠোর সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন রামমোহন। সে চেষ্টাকে প্রতিহত করতে চাইল দেশের একদল ধর্মান্ধ মানুষ, চারদিকে ঘৃণা আর বিদ্বেষ ফেনিয়ে উঠল। কিন্তু সব বাধা পার হয়ে রামমোহন সতীবিল পাশ করিয়ে নিলেন গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের সহায়তায়।

ধর্মের ধ্বজাধারীরা থামলেন না। তাঁরা আপীল করলেন বিলেতের প্রিভি-কাউন্সিলে। দিল্লীশ্বর দ্বিতীয় আকবরের দৌত্যের সুযোগ নিয়ে রামমোহনও ছুটলেন ইংলণ্ডে।

শুধু সতী বিল নয়, ভারতবর্ষের শাসন সংক্রান্ত রিফর্ম বিল। কাজ, অসংখ্য কাজ।

কিন্তু দুর্ভাগ্য সেখানেও সঙ্গে ছিল। ছিল অর্থাভাব, ছিল বিশ্বাসঘাতকতা। তবু শেষ যুদ্ধেও জয় হল রামমোহনের। সতী বিল আইন হ'ল, রিফর্ম বিলে স্থায়ী হয়ে রইল তাঁর নাম।

কিন্তু—দিগ্বিজয়ীর রণক্লান্ত বিশ্রামের লগ্নও বুঝি ঘনিয়ে এসেছিল এবারে ··· ···

নব-ভারতের স্রষ্টা, সেই চিরঞ্জীব মহাপুরুষের উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি এই চিত্র নিবেদন।

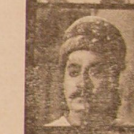

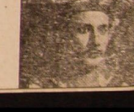

সংগীতাংশ

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ কস্যসিদ্ধনম্।

* * *

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাহতি মৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহনায়।

* * *

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।

* *

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ
তস্মাদ পরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি।

* * *

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি: ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।

নিত্য নিরঞ্জন নিখিল কারণ
বিভু বিশ্বনিকেতন।
বিকার বিহীন কামক্রোধহীন
নির্বিশেষ সনাতন॥
অনাদি অক্ষর পূর্ণ পরাৎপর
অন্তরাত্মা অগোচর।
সর্বশক্তিমান সর্বত্র সমান
ব্যাপ্ত সর্ব চরাচর।

* * *

ব্যাটার শ্বশুরবাইমেলের কুল
ব্যাটার বাড়ি খানাকুল
ব্যাটার জাত বোষ্টম কুল
ওঁ তৎসৎ বলে ব্যাটা বানিয়েছে ইস্কুল
ধর্মাধর্ম গেল ব্যাটা মজালে জাতকুল—

* * *

জাতের নিকেশ রামমোহন
বিদ্যের নিকেশ করেছে
হদ্দ এক নিকেশের
ধুয়ো উঠেছে।

॥ সংগঠনে ॥

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : বিজয় বসু

সংগীত : রবীন চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থন : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সংগঠনে : অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়॥ প্রধান কর্মসচিব : সরোজেন্দ্র মিত্র॥ চিত্রগ্রহণ : অজয় মিত্র॥ শব্দগ্রহণ : সমর বসু॥ শিল্পনির্দেশনা : কার্তিক বসু॥ সম্পাদনা : বিশ্বনাথ মিত্র॥ পরিস্ফুটন : অনিল মুখোপাধ্যায়॥ তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : বীরেন দাস॥ রূপসজ্জা : প্রমথ চন্দ্র॥ কেশ বিন্যাস : শেখ ফরহাদ্॥ ব্যবস্থাপনা : সমর বসু, সুনীল ঘোষ॥ নেপথ্য কণ্ঠ সংগীতে : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী মিন্টু, দাসগুপ্ত, ভক্তর গোবিন্দগোপাল॥ স্থির চিত্র : কোয়ালিটি ফটো সার্ভিস॥ প্রচার অঙ্কন : আর্টিষ্ট সার্কেল॥ এস্ স্কোয়ার এবং পূর্বেন্দু পত্রী॥ প্রচার উপদেষ্টা : শ্রীশঙ্কানন॥

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

৺ প্রমাঙ্কুর আতর্থী, ধরণীমোহন রায়, রায়চৌধুরী পরিবার (বারুইপুর), ললিত চক্র (বেনারস), ত্রিবেনী যুবসংঘ, রাধাকান্ত দেব এষ্টেট, মন্মথ নাথ ঘোষ, আশুতোষ দত্ত, ভবানী প্রসাদ মল্লিক, মডার্ণ ডেকরেটার্স : শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়॥

॥ সহযোগী বৃন্দ ॥

পরিচালনায় : প্রণব ঘোষ, নির্মলেন্দু ভদ্র॥ সঙ্গীতে : রবি রায়চৌধুরী॥ চিত্রগ্রহণে : আশু দত্ত, অমর বসু, সুধাময় ঘোষ॥ সম্পাদনায় : প্রণব ঘোষ॥ শব্দ গ্রহণে : অমর চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণ সেন॥ শিল্পনির্দেশনায় : প্রফুল্ল মল্লিক, রাম ভট্টাচার্য॥ আলোকসম্পাতে : সুনীল চক্রবর্তী, লক্ষীকান্ত গোস্বামী, নিতাই দাস, হারু দাস॥ দৃশ্যপট নির্মাণে : কনকলাল, মলিন ঘোষ, বিজয় সর্দার, নরেশ দত্ত॥ পরিস্ফুটনে : হারাধন দাস, সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ : ঘোষাল, অসীম গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণব সেনগুপ্ত, মৃণাল খাঁ গৌরহরি নস্কর, ধ্রুব দাস, কমল॥ সাজসজ্জায় : কৃষ্ণ রায়॥ রূপসজ্জায় : রাধিকা চন্দ্র॥ ব্যবস্থাপনায় : ৺ প্রভাস সরকার, হরিপদ দাস, গয়ারাম॥

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা—

'সুমুদ্রণ' ১০৪, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৯